দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস

জালিয়াত চক্রের বেশিরভাগই ইউসিসি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক ও ছাত্রলীগ কর্মী

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও জালিয়াত চক্রের মূল হোতাদের বেশিরভাগই ইউসিসি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক ও ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী। ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের মদদপুষ্ট এসব শিক্ষক দীর্ঘদিন থেকেই প্রশ্নপত্র জালিয়াতিতে জড়িত রয়েছেন। প্রতি বছর কোচিংটির সাথে জড়িত কিছু ব্যক্তি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি করে গেলেও এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে প্রতিনিয়তই কোচিং ব্যবসার আড়ালে তাদের অবৈধ কার্যক্রম বাড়ছে। এদিকে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কিছু ব্যক্তির ছত্রছায়ায় এ অবৈধ কাজগুলো হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য।

জানা যায়, গত ২০ এবং ২১ অক্টোবর ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে জড়িত থাকার দায়ে আটককৃত ১১ জনের মধ্যে ২ জন ইউসিসি কোচিং সেন্টারের শিক্ষক এবং ৫ জন রয়েছেন ছাত্রলীগের পোস্টধারী নেতা ও সক্রিয় কর্মী। রয়েছেন একজন দুদক কর্মকর্তা। বিগত বছরগুলোতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র জালিয়াতিতে উক্ত কোচিং সেন্টারের জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে। এছাড়া গেল বছরগুলোতে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে আটককৃত শিক্ষার্থীরাও এ ব্যাপারে ঐ কোচিংয়ের সংশ্লিষ্টতার কথা জানান। তবে কোচিংটির কর্তৃপক্ষ এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমাদের কোচিংয়ের শিক্ষক সংখ্যা অনেক হওয়ায় সবার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের সুযোগ হয় না। তবে এসব অবৈধ কাজে কারো জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সূত্রমতে, গত ১৯ অক্টোবর ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ১১ জনকে আটক করে। এদের মধ্যে ৩ জনকে আটক করা হয় ২০ অক্টোবর এবং বাকিদের ২১ অক্টোবর। আটককৃতদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি. বিভাগের শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান হাবিব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অমিতাভ চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রুবেল বিশ্বাস, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ইসতিয়াক আহমেদ পরশ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের মো. সাজ্জাদ হোসেন। এদের সবাই ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী এবং পোস্টধারী নেতা। জানা যায়, হাবিবুর রহমান ও অমিতাভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লার কর্মী। রুবেল বিশ্বাস জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রচার সম্পাদক। অন্যদিকে ইসতিয়াক আহমেদ পরশ ও সাজ্জাদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি শরীফুল ইসলামের কর্মী। তবে ঢাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এরা কেউই ছাত্রলীগের কর্মী নয়। এরা হল একপ্রকার দুষ্কৃতকারী। ছাত্রলীগের সাথে চললেই কেউ এর কর্মী হয়ে যায় না।

এছাড়া অমিতাভ চৌধুরী ও নুরুল হুদা ওরফে ডলার মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং ইউসিসির সাধারণ জ্ঞানের শিক্ষক। ডিবি পুলিশের কাছে দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৯ সাল থেকে এই চক্রটি ভর্তি জালিয়াতি করে আসছে।

জানা যায়, বিগত কয়েক বছরে যতবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা জালিয়াতি হয়েছে, প্রত্যেকবার ইউসিসির শিক্ষকদের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত বছর ঢাবির 'খ' ও 'ঘ' ইউনিটে জালিয়াতির দায়ে ওই কোচিংটির সাধারণ জ্ঞানের সিনিয়র শিক্ষক মাহবুবুর রহমানকে পুলিশ তলব করে। মাহবুব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ৩০১১ নম্বর রুমে থাকতেন। পুলিশ তাকে আটক করার জন্য অভিযান চালালে তিনি পালিয়ে যান। তবে গোপন সূত্রে জানা যায়, নিজেকে গোপন রেখে এ বছরও তিনি ইউসিসিতে ক্লাস নিয়েছেন। আর তার পথ ধরেই এ বছর অমিতাভ ও ডলার মাহমুদ ভর্তি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। অপর এক সূত্রে জানা যায়, ইউসিসি কোচিং সেন্টার ভর্তি পরীক্ষায় নিজ প্রতিষ্ঠানের ভাল ফলাফল ধরে রাখার জন্য এসব শিক্ষককে দিয়ে জালিয়াতি করে থাকে। যার কারণে একাধিকবার ওই সব শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি কোচিং কর্তৃপক্ষ। এক্ষেত্রে কোচিংয়ের পরিচালক কামাল পাটোয়ারি জালিয়াতির টাকা থেকে একটি অংশ পান। যার কারণে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তিনি শাস্তির ব্যবস্থা না নিয়ে শিক্ষক হিসেবে বহাল রাখেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কামাল পাটোয়ারি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমার প্রতিষ্ঠানে দুশ' থেকে আড়াইশ' শিক্ষক রয়েছেন। কে কি করছে বা কার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ রয়েছে তা দেখা সম্ভবও নয়।

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রশ্নপত্র জালিয়াতের দায়ে আটককৃতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ব্যাপারে এখনও তদন্ত চলছে। তারা ঘটনায় জড়িত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে।